‘ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটকে এগিয়ে নেবার জন্য অবদান রাখতে চাই’

রামনরেশ সারওয়ান
সহ-অধিনায়ক, ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বয়স মাত্র ২৪। এখনই ক্যারিবীয় দলের সহ-অধিনায়ক। এবং লারার পর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটস্‌ম্যানও বটে। বলা হচ্ছে রামনরেশ সারওয়ানের কথা। ৪৬ টেস্ট খেলা সারওয়ানের রানের গড় ৪১.৭৮। যদিও সম্প্রতি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজে তার ব্যাটে ছিলো রানের খরা। পরবর্তী সিরিজে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনি ফিরলেন স্বরূপে। দ্বিতীয় টেস্টে করেন কেরিয়ার-সেরা অপরাজিত ২৬১ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এখন রয়েছে ইংল্যান্ড সফরে। এই সফরের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাংবাদিক ফ্রেডি অল্ড-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন সারওয়ান। তার কেরিয়ারের অন্যান্য বিষয়ও স্থান পেয়েছে সাক্ষাৎকারটিতে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের জন্য সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশের বর্ণনা করেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

ইংল্যান্ড সফর কেমন উপভোগ করছেন?

রামনরেশ সারওয়ান : এখন পর্যন্ত ভালো। আবহাওয়া হয়তো ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে ভিন্ন। কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে আপনাকে তো খাপ খাওয়াতেই হবে। আমরা চাচ্ছি এ পরিবেশে যত দ্রুত সম্ভব মানিয়ে নিতে এবং নিজেদের খেলা উপভোগ করতে। ন্যাটওয়েস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলে জিতেছি। অর্থাৎ সফরের শুরুটা চমৎকার হয়েছে। এখন তাকিয়ে আছি টেস্ট সিরিজের দিকে।

এটা আপনার দ্বিতীয় ইংল্যান্ড সফর। প্রথম সফরের কোনো স্মৃতি...

সারওয়ান : হেডিংলি টেস্টের এক ইনিংসে আমরা ৬১ রানে অলআউট হয়েছিলাম। সে স্মৃতি ভোলার নয়। অত্যন্ত হতাশাজনক সেই ম্যাচটি আমি সারা জীবন মনে রাখবো। ঐ টেস্টের উভয় ইনিংসেই আমি ভালো করেছিলাম। পুরো সিরিজে অনভিজ্ঞ এক তরুণ হিসেবে আমি ভালোই খেলেছিলাম। কিন্তু দলগত ফলাফলে হতাশা ছিল।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট সিরিজটিকে কিভাবে দেখছেন?

সারওয়ান : এটা হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এক সিরিজ। চ্যালেঞ্জিংও। সবাই স্বীকার করবেন ইংল্যান্ড এ মুহূর্তে চমৎকার খেলছে। ৩০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে টেস্ট সিরিজ জিতেছে। ঐ সিরিজ হারা আমাদের কাছে বিশাল ঘটনা। কিন্তু সবই এখন অতীত। আসন্ন সিরিজ আমাদের জন্য প্রতিশোধ নেবার চমৎকার এক সুযোগ। আমি বিশ্বাস করি, তরুণ এই ক্যারিবিয় দল এই সুযোগ কাজে লাগাবে।

সেই সিরিজে (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পরাজয়ের) আপনাদের কি কি ভুল ছিলো?

সারওয়ান : আমরা খুব বাজে ব্যাটিং করেছি। কোনো যুক্তি দিয়েই একে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি, চন্দরপল, গেইল কেউ-ই রান পাইনি। অপরদিকে ইংল্যান্ড যথাযথভাবে তাদের গেম প্ল্যান কাজে লাগিয়েছে। স্টিভ হার্মিসন ছিলো বড় এক ফ্যাক্টর। সে পুরো সিরিজে চমৎকার বোলিং করেছে। এবার আমি তার বল মোকাবেলা করার জন্য মুখিয়ে আছি। ঐ সিরিজে আমাদের বোলাররা ভালো করেছে। বিশেষত: টিনো বেস্ট ও ফিদেল এডওয়ার্ডসের কথা বলতেই হয়।

ঐ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলার কথাও শোনা যায়। যার ফলশ্রুতিতে ম্যানেজার রিকি স্কেরিট পদত্যাগ করেছেন...

সারওয়ান : না, সে রকম কোনো কারণে

'দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নিজের বড় একটা ভূমিকা আমি দেখতে পাই। আমি প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছি। ঈশ্বর যদি সুস্থ রাখেন, তাহলে এ অঞ্চলের ক্রিকেট উন্নয়নে আমি বড় ভূমিকা রাখতে পারবো'

ম্যানেজার পদত্যাগ করেছেন বলে আমি মনে করি না। তিনি দলের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। তার পদত্যাগ ক্রিকেট বোর্ড ও তার (রিকি স্কেরিট) মধ্যকার ব্যাপার। সেখানে আমাদের কিছু করার ছিলো না। সেই অধ্যায় পেছনে ফেলে এখন আমাদের সামনে এগুতে হবে।

প্রথম টেস্টে বিধ্বস্ত হবার পর আপনার পার্টিতে যাওয়া নিয়েও ঝামেলা হয়েছিলো...

সারওয়ান : সে রকম কিছু না। সেখানে পার্টি হচ্ছিলো না। খেলা শেষে আমি ও গেইল সেখানে গিয়েছিলাম ওয়াভেল হাইন্ডসের সঙ্গে কথা বলার জন্য। সেখানে আমরা শুধু পানি খেয়েছি। রিল্যাক্সড হয়ে মিউজিক শুনেছি। এর বেশি কিছু না। যদিও ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য বোর্ডের কাছে লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।

বাংলাদেশকে পরাজিত করা আপনাদের জন্য নিশ্চয়ই বড় এক স্বস্তি?

সারওয়ান : অবশ্যই। প্রথম টেস্টে তো তারা খুবই ভালো খেলেছিলো। যদিও দ্বিতীয় টেস্টে আমরা বাংলাদেশকে ভালো ব্যবধানেই হারাই। অপরাজিত ২৬১ রান করে দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে আমি গর্বিত। আমার ইনিংসটি আরো গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, দল খুব চাপে ছিলো। বিশেষত, লারার পদত্যাগের ঘোষণার পর।

'দ্বিতীয় টেস্ট জিততে না পারলে অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেব'- লারার এ ঘোষণায় দলের প্রতিক্রিয়া কি ছিলো?

সারওয়ান : পুরো দলের কথা আমি বলতে পারবো না। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি হতাশ। আমার ধারণা, এটা অপ্রয়োজনীয় এক ঘোষণা। যদিও ব্রায়ানের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা থেকেই সে এ ঘোষণা দিয়েছিলো।

সহ-অধিনায়ক এবং দলের একজন সিনিয়র খেলোয়াড় হওয়ায় আপনার ওপর কি বাড়তি কোনো চাপ পড়ে?

সারওয়ান : না। আমি আসলে ব্যাপারগুলো উপভোগ করি। এখনো আমি যথেষ্ট তরুণ। এরই মধ্যে দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি টেস্ট খেলেছি আমি।

এ সপ্তাহের খেলাধুলা

নিষ্প্রাণ এশিয়া কাপ

এশিয়া কাপ ক্রিকেট এখনো পর্যন্ত নিষ্প্রাণ। খেলাগুলোতে থাকছে না কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা। হয়ে যাচ্ছে একতরফা। সব মিলিয়ে এখনো দর্শক প্রত্যাশা মেটাতে পারছে না।

এর মূল কারণ অবশ্যই আরব আমিরাত ও হংকং-এর অন্তর্ভুক্তি। দুর্বল এই দু'টি দল টুর্নামেন্টের আকর্ষণ নষ্ট করে দিয়েছে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের কাছে হারছে বিশাল ব্যবধানে। প্রথম পর্ব শেষে এ দু'টি দল ঝরে পড়লে এশিয়া কাপে প্রাণ ফিরে আসবে।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ দু'ম্যাচ খেলেছে। প্রথম ম্যাচে দুর্বল হংকংকে বিশাল ব্যবধানে হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচে তারা বিধ্বস্ত হয় পাকিস্তানের বিপক্ষে। হংকংয়ের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২২১ রান করে বাংলাদেশ। জাভেদ ওমরের অবদান ৬৮ রান। এছাড়া হাবিবুল বাশার ৩২, খালেদ মাসুদ ২৬ ও খালেদ মাহমুদ ২২ রান করেন। অল্প এ পুঁজি নিয়ে ম্যাচের বিরতিতে নিশ্চয়ই কিছুটা শঙ্কিত ছিলো টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে বোলারদের দুর্দান্ত পারফরমেন্স সে শঙ্কা দূর করে। ৪৫.২ ওভারে ১০৫ রানে অলআউট করে দেয় হংকংকে। অভিষেকেই বাঁহাতি স্পিনার আব্দুর রাজ্জাক পান ৩ উইকেট। এছাড়া মুশফিকুর রহমান, খালেদ মাহমুদ ও মোহাম্মদ রফিক দু'টি করে উইকেট পান । দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে অঘটন ঘটাতে পারেনি টাইগাররা। পাকিস্তানের ২৫৭ রানের জবাবে মাত্র ১৮১ রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। এ ম্যাচেও জাভেদ ওমর অর্ধশতক করেন। কিন্তু অন্যান্যদের ব্যর্থতায় টার্গেটের ধারে কাছেও যেতে পারেনি।

বড় দলগুলোর বিপক্ষে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশকে সান্ত্বনা পেতে হচ্ছে ভালো খেলে। কাঙ্ক্ষিত জয় তারা পাচ্ছে না। এশিয়া কাপের বাকি ম্যাচগুলোতে এশিয়ার তিন পরাশক্তির যে কোনো একটিকে হারাতে পারলে টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সার্থক হবে।

কোপা আমেরিকার হালচাল

লাতিন আমেরিকার ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই কোপা আমেরিকা এখন পৌঁছেছে সেমিফাইনাল স্টেজে। সেমিতে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে কলাম্বিয়া। ব্রাজিল-উরুগুয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে অন্য সেমিফাইনাল।

নিজের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করতে আমি পছন্দ করি। কিন্তু নিজের ওপর যদি বাড়তি চাপ নিই, তাহলে আমি খেলাটাকে উপভোগ করতে পারি না।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভবিষ্যত অধিনায়ক হবার জন্য আপনি কি প্রস্তুত?

সারওয়ান : এটা স্বপ্ন বাস্তবায়নের মতো ব্যাপার। কিন্তু আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই। সময় হলে এটা হবে। এরই মধ্যে কয়েকবার আমি দলের নেতৃত্ব দিয়েছি। তখন সবার কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। এখন আমি দলের সহ-অধিনায়ক। সুতরাং আশা করি, কোনো এক সময় অধিনায়কত্ব আমার কাছে আসবেই।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের বর্তমান অবস্থাকে কিভাবে বর্ণনা করবেন?

সারওয়ান : ইদানীং আমরা ভালো খেলছি না। এটা লুকানোর কিছু নেই। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ক্যারিবীয় অঞ্চলের ক্রিকেটের সুযোগ- সুবিধা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে আরো কাজ করা দরকার। যেন টেস্ট লেভেলে আসার আগে শারীরিক ও মানসিকভাবে তারা আরো শক্তিশালী হয়। আগে আমরা ন্যাচারাল ট্যালেন্টদের ওপর নির্ভর করতাম। কিন্তু এখন এ অবস্থা পরিবর্তনের সময় এসেছে। আমাদের তরুণদের প্রতিভার কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু তাদের তৈরি করে নিতে হবে।

আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

সারওয়ান : ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটকে সামনে এগিয়ে নেবার জন্য আমি অবদান রাখতে চাই। দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আমার নিজের বড় একটা ভূমিকা আমি দেখতে পাই। আমি প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছি। প্রায় ৫০ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যাপ পরে মাঠে নেমেছি। ঈশ্বর যদি আমাকে সুস্থ রাখেন, তাহলে এ অঞ্চলের ক্রিকেট উন্নয়নে আমি বড় ভূমিকা রাখতে পারবো।

কাউন্টি ক্রিকেট খেলার জন্য আপনি কি আগ্রহী?

সারওয়ান : কেন নয়? অবশ্যই আগ্রহী। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এখনো পর্যন্ত সে রকম কোনো প্রস্তাব আমি পাইনি।

আপনার কেরিয়ারের স্মরণীয় মুহূর্ত কোনটি?

সারওয়ান : গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১০৫ রানের ইনিংস। সেটা ছিল রেকর্ড ভাঙা রান চেজ। দলের স্মরণীয় জয়ে আমি অবদান রেখেছিলাম। গ্লেন ম্যাকগ্রার সঙ্গে বাকযুদ্ধও এ ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছিলো। এতে আমি তেতে উঠেছিলাম। যদিও ম্যাচ শেষে আমি ম্যাকগ্রার সঙ্গে বসেই পান করেছি। মাঠের তর্কাতর্কি আমরা মাঠের বাইরে নিয়ে আসিনি। আবার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম।

ক্রিকেটের বাইরে রিল্যাক্স করার জন্য আপনি কি করেন?

সারওয়ান : আমি জেট স্কিইং পছন্দ করি। টেবিল টেনিস ও স্কোয়াশ পছন্দের খেলা। ইন্টারনেটে বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাট করাও আমি দারুণ উপভোগ করি।

আপনি ইউরো-২০০৪ দেখেছেন?

সারওয়ান : অবশ্যই। ইংল্যান্ডের পরাজয়ে হতাশ হয়েছি। তবে আমি কিন্তু মূলত পর্তুগালের সমর্থক। কারণ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তার জন্যই পর্তুগালকে সমর্থন করা। এমনিতে ক্লাব ফুটবলে আমি সব সময় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে সমর্থন করি। এখন রিয়াল মাদ্রিদও পছন্দের দলে ঢুকে গেছে; সেটা অন্য রোনাল্ডোর (ব্রাজিলিয়ান) জন্য।

‘এরই মধ্যে কয়েকবার আমি দলের নেতৃত্ব দিয়েছি। তখন সবার কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। এখন আমি দলের সহ-অধিনায়ক। সুতরাং আশা করি, কোনো এক সময় অধিনায়কত্ব আমার কাছে আসবেই’

কোয়ার্টার ফাইনালে পেরুর বিপক্ষে ন্যূনতম ব্যবধানে জয় পায় আর্জেন্টিনা। খেলার ফলাফল নির্ধারণী গোলটি করেন তরুণ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার কার্লোস টেভেজ। স্বাগতিক দেশের বিপক্ষে এ জয় আর্জেন্টিনাকে দাঁড় করিয়েছে শিরোপা থেকে মাত্র ২ ম্যাচ দূরত্বে। অন্য কোয়ার্টারে কলম্বিয়া ২-০ গোলে হারায় কোস্টারিকাকে। আবেল আগুইলার ও ট্রেসর মরিনো করেন গোল দু'টি। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কলম্বিয়া এ জয়ের মাধ্যমে শিরোপা রক্ষায় আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে পরাজয়ের ধাক্কা সামলে কোয়ার্টারে মেক্সিকোকে ৪-০ গোলে হারায় ব্রাজিল। আদ্রিয়ানোর দু'গোলের সঙ্গে অ্যালেক্স ও রিকার্ডো অলিভিয়েরার গোলে সহজ জয় পায় বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। সেমিফাইনালে তারা মুখোমুখি হবে উরুগুয়ের। দু'বার বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৩-১ গোলে প্যারাগুয়েকে হারিয়ে সেমিতে ওঠে। আর্জেন্টিনা-কলম্বিয়া এবং ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচ দু'টোর বিজয়ী দল ২৫ জুলাই শিরোপার লড়াইয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

আবার ম্যারাডোনা

রাজা মাঠে ফিরেছেন। তবে নিজে নয়, ছেলের মাধ্যমে মাঠে ফিরেছেন ম্যারাডোনা। তার সন্তান ম্যারাডোনা জুনিয়র ইউরোপের বেশ কয়েকটি দলের ট্রায়ালে যোগ দিয়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন।

ম্যারাডোনা জুনিয়র বর্তমানে বাবার পুরনো ক্লাব নেপোলির খেলোয়াড়। সেখানে তিনি খেলেন বাবার পজিশনেই। সমর্থকদের প্রত্যাশাও তাই আকাশচুম্বী। এই প্রত্যাশার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারার কারণে তিনি ইটালি ছাড়ছেন। ১৭ বছর বয়সী ম্যারাডোনা জুনিয়রের ব্লাকবার্ন রোভার্স ও বেনফিকার মতো ক্লাবে যোগ দেবার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি বেছে নিয়েছেন স্কটল্যান্ডের ডানফার্মলাইন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। তিনি এ ক্লাবের ট্রায়ালে যোগ দিয়েছেন গত সপ্তাহে। ইটালির ক্লাব নেপোলিতে খেলার সময়ই ক্রিস্টিয়ানা সিনাগ্রার সঙ্গে ডিয়াগো ম্যারাডোনার পরিচয় হয়। তাদের ভালোবাসার ফসল ম্যারাডোনা জুনিয়র। বাবা শুরুতে তাকে স্বীকৃতি দেননি। কিন্তু আদালতে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে তিনি সেই স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন। ম্যারাডোনা জুনিয়র যদি বাবার খেলোয়াড়ি কীর্তির দশভাগের একভাগও মাঠে প্রদর্শন করতে পারেন, তাহলেই তিনি গ্রেট খেলোয়াড়ের মর্যাদা পাবেন।

ওয়ার্নের রেকর্ড ছোঁয়া

মুরালিধরন সিরিজটি খেলেননি। ওয়ার্নের তাই সুযোগ ছিলো তাকে টপকে যাবার। সেটা না পারলেও মুরালির সর্বোচ্চ উইকেটের বিশ্বরেকর্ড ঠিকই ছুঁয়েছেন শ্যেন ওয়ার্ন।

চ্যাম্পিয়ন এই লেগ স্পিনারের আনন্দের উপলক্ষ তৈরি হয় তখনই, যখন উপুল চন্দনাকে স্ট্যাম্পড করেন গিলক্রিস্ট। তবে এরপরও টেস্টটি জিততে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। শ্রীলঙ্কা তাদের ড্র করতে বাধ্য করে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করে ৫১৭ রান। জাস্টিন ল্যাঙ্গার, ম্যাথু হেইডেন দুজনই সেঞ্চুরি করেন। আতাপাত্তুর ১৩৩, সাঙ্গাকারার ৭৪ ও সামারাবীরার ৭০ রানের সুবাদে শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংসে করে ৪৫৫ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে দ্রুত ব্যাটিং করে অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে ২৯২ রান করে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। তবুও তারা শ্রীলঙ্কাকে অলআউট করতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ে ৮ উইকেটে ১৮৩ রান করে শ্রীলঙ্কা। ফলে ড্র হয় দ্বিতীয় টেস্ট। সিরিজের প্রথম ম্যাচ জয়ের সুবাদে সিরিজ জেতে অস্ট্রেলিয়া।

শাহেদ কামাল